সংবাদ

004

তারিখ 23 NOV 1985
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

ঝুমুর পতি ও চিকিৎসা শিক্ষায় মেয়েদের কৃতিত্ব

অনীকা

ঝুমুর পতি এম, বি, বি, এস পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন। এই খবরে খুশী হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে, কিন্তু আমার খুশী হওয়াটা কেউ স্বজাতি-প্রীতি ভেবে হালকা ভাবে নেবেন না। চিকিৎসা-বিদ্যা লাভের জন্য মেয়েদের যে সংগ্রাম করতে হয়েছে নারী শিক্ষার দাবীতে উনিশ শতকে আন্দোলন গড়ে ওঠার যুগে, তা জানলে সকলেই বুঝবেন ঝুমুর পতির কৃতিত্বকে সেই যুগের সংগ্রামী মেয়েদের আত্মোৎসর্গের ফসল হিসেবেই দেখছি বলে আমি এতটা খুশী এবং সমগ্র নারী সমাজেরই তাতে গৌরবান্বিত হবার কথা।

পারিবারিক চিকিৎসার ও সন্তান প্রসবের কাজে মেয়েরা যুগ যুগ ধরে অদক্ষ হয়েও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছে। ধাত্রী বিদ্যা, কবিরাজী ও অন্যান্য মন্ত্রতন্ত্রের কাজে মেয়েরাই পারদর্শিতা দেখিয়েছে বরাবর। কিন্তু চৌদ্দ শতক থেকে সতেরো দশকের মধ্যে ইউরোপে চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করে এর নানাবিধ উৎকর্ষতা বিধানের সূচনার ফলে মেয়েদের স্বাভাবিক দক্ষতা তখন অদক্ষতারই সামিল হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, যে কোন শিক্ষার পথ খোলা ছিল শুধু পুরুষের জন্য, মেয়েদের শিক্ষার পথে ছিল সামাজিক, ধর্মীয় বিধি নিষেধ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধকতা। ফলে দেখা গেল পুরুষের দখলে চলে এলো চিকিৎসা বিদ্যার সুযোগ, মেয়েরা অদক্ষ ভাবে যেসব ঝাঁক তুকতাক করতো তাতে 'ডাইনী' বলে আখ্যায়িত হয়ে নির্যাতিত হয়েছে, নিহত হয়েছে পর্যন্ত।

মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে বাধা বহু রকমের। যুগ যুগ ধরে এই ধারণা চলে আসছে যে, মেয়েদের মস্তিষ্ক বলতে কিছু নেই, শুধু ঘর-সংসার সন্তান প্রতিপালনই তাদের প্রকৃতিদত্ত ও ধর্মে নির্দেশিত কর্তব্য কাজ। এমনকি সমাজে এই ধারণাও বহু যুগ থেকে চালু ছিল যে, লেখা পড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হয়। যাহোক, ইউরোপের বহু জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত পর্যন্ত প্রচার করতেন যে, মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দেয়া অবাস্তব। মেয়েরা কখনোই প্রতিভার পরিচয় দিতে পারবে না। তবে সুখের বিষয় এই যে, ইউরোপের বহু পণ্ডিত এটাও প্রমাণ করেছেন যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতি কোন ব্যবধান সৃষ্টি করেনি, অধিকারও সমভাবেই দিয়েছে, কিন্তু সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণেই নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হতে থাকে। দেখা গেছে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশে মেয়েদের প্রতিভা পুরুষের সমকক্ষ এমন কি ছাড়িয়েও গেছে অনেক ক্ষেত্রে।

প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহু লড়াই করে মেয়েরা যদিও বা স্বীকৃতি পেল, অধিকার পেল উনিশ শতকের সত্তর দশকে। কিন্তু চিকিৎসা শিক্ষাকেন্দ্রে মেয়েদের প্রবেশ লাভ সম্ভব হয়েছে আরো পরে। ১৮৫০ সালে মেয়েদের 'মিডওয়াইফারী' শেখার জন্য ব্রিটিশ মেডিক্যাল স্কুল থেকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯০২ সালের আগে মহিলারা পেশাগত ভাবে 'মিডওয়াইফারী' শুরু করার অনুমতি পায়নি।

সমাজের জ্ঞানী-গুণীর কাছে, চিকিৎসা বিজ্ঞান হচ্ছে অত্যন্ত উচ্চস্তরের শিক্ষা। মেয়েরাই যদি এই শিক্ষা পেয়ে কাজে লাগাতে থাকে তবে তো খেলো হয়ে যাবে এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে তাহলে আর কোন ভেদাভেদই থাকবে না জ্ঞানের রাজ্যে, এই ভয়ে ভীত হয়েই মেয়েদের ডাক্তারী পড়ার ক্ষেত্রে বহু কঠোর নিষেধ আরোপিত ছিল বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত। জার্মানী ও ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার অধ্যাপকরা মেয়েদের ডাক্তারী পড়ার বিরুদ্ধে যুক্তি দিতেন যে, 'ডাক্তারী পড়তে এলে সহ-শিক্ষার ফলে দুর্নীতি বাড়বে। ছাত্রদের মধ্যে বর্বরতা আছে।' আপত্তি উঠিয়েছিলেন তারা এই বলে যে, 'ডাক্তারী ক্লাশের লেকচার শোনা, অস্ত্রোপচার করা ও সন্তান প্রসব করার কাজ ছাত্র-ছাত্রীর সামনে করা ঠিক নয়।' কিন্তু পাল্টা প্রশ্নও উঠেছিল সে যুগে যে, নার্স ছাড়া ডাক্তারেরা কোন কাজই যেখানে চলছিল না সেখানে ছাত্রী থাকলে দোষ কোথায়?

সমাজের সমস্ত অনুশাসনের চাপে নারীর জীবনে যে নির্যাতন ও বৈষম্য ভোগ করতে হয় তার মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য একটি মাত্র বিষয়। আজ বাংলাদেশে নারীর শিক্ষা, সংস্কৃতিক চর্চা সমস্ত কিছুই ধর্মীয় অনুশাসনের নামে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ইউরোপে যা ছিল আঠারো-উনিশ শতকের সংগ্রাম, বাংলাদেশের নারীদের আজ তা বিশ শতকের শেষে এসেও করতে হচ্ছে। তার মধ্যে 'ঝুমুর পতি'র মতো মেয়েরা যখন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে নারীসমাজের গৌরব হয়ে ওঠে তখন খুশী হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকে বৈকি।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে আমাদের শিক্ষিত নারীসমাজকে, শিক্ষা গ্রহণ করার পর তা চর্চা করার ক্ষেত্রে পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে দ্বিধা দেখান শিক্ষিত মেয়েরা তাতে এই শিক্ষার কোন সুফলই নারীরা লাভ করতে পারেন না। বহু মেয়ে ডাক্তারী শিক্ষার পর বিবাহিত জীবনের কঠোর বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ডাক্তারী পেশায় নিয়োজিত হন না, গ্রামে যান না, পরিশ্রম ও কষ্টকে মেনে নিতে চাননা এই ধরনের আচরণের ও মনোবৃত্তির ফলে নারীর উচ্চশিক্ষা ও ডাক্তারী শিক্ষার বিষয়ে নানাবিধ মন্তব্য উঠতে থাকে। শুধু মন্তব্যের জন্য নয়, মেয়েদের যে কোন শিক্ষাকেই আজ সমাজ, দেশ ও জাতির প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে এগিয়ে আসতে হবে এবং পিছিয়ে থাকা ...ীকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য বৈষম্যপীড়িত সমাজ...র পরিবর্তনে এগিয়ে আসতে হবে।